প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার কমাতে সরকার উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন প্রকল্প চালু করলেও চন্দনাইশ উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল ধোপাছড়ি ইউনিয়নের ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকরা ঝরে পড়া রোধে কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছেন না। এলাকাবাসী ও অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কারণে-অকারণে প্রায় নিয়মিতই বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকছেন। আবার মাস শেষে বেতনও তুলে নিচ্ছেন। এ নিয়ে এলাকার অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

advertisement

অভিভাবকদের অভিযোগ, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে গোপন আঁতাতের কারণে ওই ইউনিয়নের বেশিরভাগ শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে হাজিরা খাতায় উপস্থিতি দেখিয়ে মাসে মাসে সরকারি বেতন উত্তোলন করে চলেছেন। এদিকে শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিত না থাকায় ওই পাহাড়ি জনপদে বসবাসকৃত এক হাজারের মতো কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা কার্যক্রম অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাদের অভিভাবকরা বলেন, ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য মৌখিকভাবে বারবার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাকে অভিযোগ করেও তারা অনুপস্থিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। যে ৬টি স্কুলে শিক্ষকরা অনুপস্থিত থাকেন, সেগুলো হচ্ছে, ধোপাছড়ি শংখেরকুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিড়িংঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম ধোপাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মঙ্গলারমুখ বিদ্যালয়। অভিযোগে জানা যায়, তারা সপ্তাহে একদিন স্কুলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে চলে আসেন। সরকারি বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি থাকার কথা থাকলেও ধোপাছড়ি ইউনিয়নে এসব কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ।

ধোপাছড়ি এলাকার অভিভাবক জয়নাল আবেদিন জানান, সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ক্লাস চলার নিয়ম থাকলেও দুপুর ২টার সময় স্কুল ছুটি দিয়ে দেয়। অভিযুক্ত শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, অফিসিয়াল কারণে মাঝেমধ্যে চন্দনাইশ শিক্ষা অফিসে আসতে হয়। তবে ঢালাওভাবে স্কুলে অনুপস্থিত থাকার কথা অস্বীকার করেন তিনি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শাখাওয়াত হোসেন ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা জীবন বাবুর মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তারা তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, অনুপস্থিতির কারণে কয়েকজন শিক্ষকের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে। তবে পাহাড়ি অঞ্চল হওয়ায় কিছুটা সমস্যা অবশ্যই হয়ে থাকে। অনুপস্থিত থাকা শিক্ষকের ব্যাপারে পুনরায় অভিযোগ পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। চন্দনাইশ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাছরীন আক্তারের মুঠোফোনে কল দিলেও রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।